কুমারখালীতে নিহত কলেজছাত্রের মরদেহ নিয়ে স্বজনদের বিক্ষোভ মিছিল, গ্রেপ্তার ১

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নয়ন কুমার সরকার (২২) নামের এক কলেজছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে মরদেহ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার নন্দনালপুর ইউনিয়নের নন্দনালপুর বাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নিহতের স্বজন, প্রতিবেশী ও শত শত গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল শেষে ইউনিয়নের হাবাসপুর বহলার চরে লাশটি মাটিচাপা দেওয়া হয়। নিহত যুবক ইউনিয়নের নন্দনালপুর গ্রামের যগেশ কুমার সরকারের ছেলে ও আলাউদ্দিন আহমেদ ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র।

মিছিলে বিক্ষোভকারীরা বলেন, ‘কলেজছাত্র নয়নকে কৌশলে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

এদিকে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারকে হত্যার অভিযোগে মো. আলম
(৩৮) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে জেলার খোকসা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে আসামিকে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। আলম নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআরা গ্রামের মো. মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নন্দনালপুর ইউনিয়নের বাঁশআড়া গ্রামের করিম আলীর মেয়ের সঙ্গে কলেজছাত্র নয়ন কুমার সরকারের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পারিবারিকভাবে নয়নকে শাসন করা হয়েছিল। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

এরই মধ্যে গত শনিবার মধ্যরাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন নয়ন। নিখোঁজের পরদিন গতকাল রোববার ভোররাতে নন্দনালপুর ইউনিয়নের সোন্দাহ নতুনপাড়া মাঠের মধ্যে সড়কের পাশ থেকে নয়নকে অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে স্বজনেরা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা

মেডিকেল হাসপাতালে পাঠান। পরে ওই দিন দুপুরে ঢাকা যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এ ঘটনায় কলেজছাত্রের বাবা হত্যার অভিযোগে গতকাল রোববার রাতে কুমারখালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় প্রেমিকার চাচাসহ ৮ জনকে আসামি করা হয়।

নিহতের বাবা যগেশ কুমার সরকার বলেন, ‘করিমের মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল নয়নের। এ নিয়ে করিমের পরিবার হুমকি দিয়ে আসছিল। প্রেমের জেরেই ছেলেকে আসামিরা ডেকে নিয়ে হাতুড়ি, লোহার রডসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। থানায় মামলা করেছি। উপযুক্ত বিচার চাই আমি।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার জেরে হত্যার অভিযোগে থানায় মামলা করেছেন নিহতের বাবা। এরই মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

আসামীদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ১ জন আসামী গ্রেফতার করেন।

রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (১৮ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন পুলিশ।

গাংনী থানর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (১৮ জুলাই) আদালতের মাধ্যম মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস গ্রেফতার

দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে ৫ বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে (৫) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় প্রতিবেশী এক সন্তানের জনক গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনকে (২৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগান পাড়ায়।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের বাগান পাড়ার সোলাইমান মন্ডলের ছেলে লম্পট গিয়াস উদ্দিন গ্যাসটন শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে প্রতিবেশী একই ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বাগানপাড়ার এক দিন মুজুরীর ঘরে প্রবেশ করে।

এসময় ঘরে ঘুমিয়ে ছিল গৃহকর্তার ১১ বছর বয়সী এক শিশু পুত্র ও পাশেই বসে খেলা করছিল ৫ বছর বয়সী শিশু কন্যা। এসুযোগে লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন শিশু কন্যা সানজিদাকে (ছদ্মনাম) ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে শিশু কন্যার গোঙড়ানীতে পাশে ঘুমিয়ে থাকা ভাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন পালিয়ে যায়।

এসময় তার মা ও বাবা বাড়ি ফিরলে শিশু পুত্র ঘটনার বর্ণনা জানান। এ ঘটনা জানার পর লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিত্বে ঘটনা যান দর্শনা থানা পুলিশ। আর ঘটনার পর থেকে এলাকা থেকে গাঁ-ঢাকা দেয় লম্পট গিয়াস উদ্দিন ওরফে গ্যাসটন।

এরই একপর্যায় রাত ১০ টার দিকে গিয়াস ওরফে গ্যাসটন বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় লোকজন তাকে ধরে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে তাকে গ্রেফতার করে থানা হেফাজতে নেয়। রাতেই শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন।

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস,আই নীতিস বলেন, এ ঘটনায় শিশু কন্যার মা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় যৌন নীপিড়ণের অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে ৮০ বোতল ফেনসিডিলসহ ফেনসিডিল কারবারী আটক

৮০ বোতল ফেনসিডিলসহ সাগর হোসেন ওরফে ওরফে আরজু (৩২) নামের এক ফেনসিডিল কারবারীকে আটক করেছে ভবানীপুর পুলিশ

আটক সাগর হোসেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আল্লার দর্গা পশ্চিমপাড়া এলাকার মকছেদ আলীর ছেলে।

রবিবার দিবাগত রাত ১০ টার দিকে বামন্দী বেতবাড়িয়া সড়কের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্সকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

আইনে নিয়মিত মামলা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার সকালে আটক সাগরকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

জীবননগরে হামলার অভিযোগে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

জীবননগর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কে কেন্দ্র করে হামলার অভিযোগে করা মামলায় সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক। তিনি বলেন, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলায় ঘটনায় আব্দুর রশিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা বাদী হয়ে দুটি মামলা করেছিলেন। এই মামলায় সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, রায়পুরের কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন স্থানীয় কৃষকেরা। এর ধারাবাহিকতায় গত ৭ জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন কৃষকেরা। মানববন্ধন শেষে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাঠগোলা ও সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রের অফিসে হামলার অভিযোগে ৬৫ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা কৃঞ্চপুরের কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সিঙ্গাপুরভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সাইক্রেটিক এনার্জি লিমিডেটকে সহযোগিতা করছেন। এ জন্য স্থানীয় কৃষকদের থেকে জোর করে জমি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। কৃষকেরা প্রতিবাদ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষক আবদার রহমান বলেন, কৃঞ্চপুরে কৃষি জমিতে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমাদের জমি জোর করে দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। জমি দেওয়ার জন্য আমাদের চাপ দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ, তাঁর ছেলে নয়ন ও জবা।

কৃষক মো. আনছার বলেন, জমি না দিতে চাওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। আমরা জীবন দেব তবুও চাষের জমি দেব না। জমি দিলে আমরা খাব কী?

মামলার স্বাক্ষী মো. জসিম ও মো. সোহাগ বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে ছিলাম না। আমাদের মামলায় স্বাক্ষী করা হয়েছে শুনছি। তবে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রশিদ শাহ। তিনি বলেন, ৭ জুলাই স্থানীয় বাসিন্দা ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে কয়েক শ কৃষক জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কৃষকেরা তাঁর কাঠগোলায় হামলা চালান। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তিনি কোনো হয়রানি করছেন না।

মেহেরপুর শহরের এনামুল কসাই হেরোইনসহ গ্রেফতার

৩ গ্রাম হেরোইনসহ মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী এনামুল কসাইকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। এনামুল কসাই বাসস্ট্যান্ডপাড়া এলাকার জুড়ন কসাইয়ের ছেলে।

গতকাল শনিবার ভোররাতের দিকে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এনামুল কসাইকে গ্রেফতার করে। এসময় তার কাছ থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন জব্দ করে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। যার মামলা নং ২৩। তারিখ ১৬/০৭/২০২২ ইং। সদর থানার ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এনামুল কসাই একজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবী। সে সব সময়ই মাদক সেবন করে থাকেন।আগামীকাল রবিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর বাড়িতে টাকা ও গহনা চুরি, চোর আটক

আলমডাঙ্গার কেশবপুর প্রবাসীর ঘরে চুরির অভিযোগে রোজা (৩৫)কে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে ওই মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের চাঁদ আলীর ছেলে রোজা। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ চুরির অভিযোগ করে এলাকাবাসী।

গত জুন মাসের ২০ তারিখে কেশবপুর গ্রামের প্রবাসীর বাড়ি থেকে রাতের আধারে নগত দেড় লক্ষ টাকা ও স্বর্ণের গহনা চুরি করে নিয়ে যায়। যাবার সময় ওই বাড়িতে তার মোবাইল ফেলে যায় চোর রোজা।

সকালে উঠে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো দেখে ডয়ার খুলে টাকা ও গহণা পায় না পরিবারের লোকজন। তবে, ঘরের মেঝেতে বাটন ফোন পড়ে থাকতে দেখে।

পরবর্তীতে ফোনের মালিক রোজাকে সনাক্ত করে। রোজার সাথে যোগাযোগ করতে থাকলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রবাসীর পরিবার থেকে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ২০ দিন পর চোর রোজাকে আটক করে পুলিশ। শনিবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ার সাংবাদিক রুবেল হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে দুজন গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার বহুল আলোচিত চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেল হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টীম।

এরা হলেন কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ার গোলাম রহমান রোড এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে কাজী সোহান শরীফ (৪৪) এবং চর কুঠিপাড়া এলাকার মৃত খন্দকার হারুন অর রশিদের ছেলে আশিকুর রহমান জুয়েল।

শনিবার সন্ধ্যায় র্যাব-১২ কুষ্টিয়া কোম্পানির কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা ও র্যাব-১২ এর একটি আভিযানিক দল গত শুক্রবার দিবাগত রাতে সাড়ে ৩টার সময় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করে। তবে কি কারণে বা কারা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি র্যাব।

দুপুরের দিকে আটকদের রুবেল হত্যা মামলার তদন্তকারী সংস্থা নৌ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ৩ জুলাই রাতে কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় কুষ্টিয়ার খবরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাসিবুর রহমান রুবেল নিখোঁজ হন।

নিখোঁজের ৫ দিন পর গত ৭ জুলাই দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কুমারখালী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেবাড়িয়া গ্রামের গোলাম কিবরিয়া ব্রিজের নিচে গড়াই নদী থেকে সাংবাদিক রুবেলের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের চাচা মিজানুর রহমান বাদী হয়ে গত ৮ জুলাই কুমারখালী থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

এদিকে সাংবাদিক রুবেল হত্যাকান্ডের আসামীদের গ্রেফতার ও

দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ সারা বাংলাদেশের সাংবাদিকরা মানববন্ধন, স্বারকলিপিসহ নানা কর্মসূচী পালন করে আসছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার, মাদক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ৫ জনসহ ৬ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (১৬ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করা হয়।

এসময় ৭০ বোতল ফেনসিডিল, ৯ গ্রাম হেরোইন ও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মাদক মামলায় ২ জন আসামী গ্রেফতার করেন। এছাড়া সদর থানা পুলিশ তিনটি মাদক মামলায় ৩ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনা রেলইয়ার্ডে রাতের আধাঁরে ট্রাক ভিড়িয়ে ভুট্টা চুরি

দর্শনা রেলইয়ার্ডে রাতের আধাঁরে ট্রাক ভিড়িয়ে ট্রেনের ওয়াগন হতে ভুট্টা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ট্রাক চালক পালিয়ে গেলেও চোরাই মালামালসহ চোর চক্রের ৪ সদস্য আটক করেছে পুলিশ।

সেই সাথে উদ্ধার হওয়া ভুট্টা সহ ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় ভুট্টা মালিক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

আটককৃতরা হচ্ছে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ঈদগাঁহপাড়ার জিন্নাত আলীর ছেলে নিজাম উদ্দিন (২৮), দর্শনা আজিমপুর মোস্তফা ডাক্তারের বাড়ির পাশের মৃত সিরাজ মিস্ত্রির ছেলে সাগর হোসেন (৩০) ও দর্শনা থানাপাড়া রেল ইয়ার্ড এলাকার ইয়াকুব আলীর ছেলে সুমন ইসলাম (২০) এবং মৃত মোজাহার শাহর ছেলে ফজলু (৫৫)।

জানাগেছে, শুক্রবার ভোর ৪ টার দিকে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্বরে একদল চোর সিন্ডিকেট ইয়ার্ডে হানা দেয়। এসময় চোরেরা ইয়ার্ডে ট্রাক ভিড়িয়ে ইয়ার্ডের থাকা রেল ওয়াগনের দরজার সীলগালা খুলে ওয়াগনের মধ্যে থাকা ভুট্টা চুরি শুরু করে।

এরই একপর্যায় চোরেরা ট্রাক লোড করে ভুট্ট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দর্শনা পুরাতন বাজার রেলগেইট সংলগ্ন উত্তর পূর্ব দিকে জনৈক আমজাদ হোসেনের সাগর সাইকেল ষ্টোর রেলবাজার নামক দোকানের সামনে ট্রাকটি পৌছালে দর্শনা থানা পুলিশ ট্রাকটিকে গতিরোধ করে।

এসময় ট্রাক চালক পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে গেলেও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চোর সিন্ডিকেটের ৪ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়। এসময় পুলিশ ৯০ বস্তা ভুট্টা সহ ট্রাকটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেয়।

এ ঘটনায় মালামালের মালিকদর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের হাজী মোঃ আজহার আলীর ছেলে বিশিষ্ট সি এ্যান্ড এফ

ব্যাবসায়ী মেসার্স নর্থ বেঙ্গল শিপিং এজেন্সি প্রপাইটার লিমিটেডের স্বত্বাধীকারী আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে আটককৃত আসামী সহ ট্রাক চালক দর্শনা থানাপাড়া (রেলইয়ার্ড) এর ইয়াকুব আলীর ছেলে সাগরকে (২৮) আসামী করে দর্শনা থানায় অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনকে আসামী করে মামলা রুজু করা হয়েছে।